দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 MAR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে একটি করে কৃষি কলেজ স্থাপন করতে হবে। কৃষি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে।

চিকিৎসা শিক্ষা

চিকিৎসা শিক্ষার লক্ষ্য হতে হবে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।

সিলেবাসে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ও কম্যুনিটি মেডিসিনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রামীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সিলেবাস হতে হবে বাংলাদেশের রোগ ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ওপর শিক্ষা দিতে হবে।

সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও হাতে-কলমে কাজের ওপর জোর দিতে হবে।

মানসিক ব্যাধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সার্জারীতে হাতে-কলমে শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে।

স্ত্রীরোগ ও ধাত্র বিদ্যায় শিক্ষাদান কোর্স হতে হবে ২ বছরমেয়াদী।

শিক্ষার্থীদের একটি সময় গ্রাম চিকিৎসা কেন্দ্রে কাটাতে হবে।

মেডিক্যাল কলেজসমূহকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে হবে। মেডিক্যাল কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ে আন্তর্জাতিক জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে হবে।

আরো ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করতে হবে।

প্যারা-মেডিকেল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

হোমিওপ্যাথী, ইউনানী ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা শিক্ষা প্রণালী মূল্যায়ন করতে হবে।

বাণিজ্য শিক্ষা

মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক বাণিজ্য শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

অফিস-আদালত, ব্যাংক, শিল্প-কারখানায় ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটসমূহে বীমা, ব্যাংকিং সেলস্‌ম্যানশীপ ইত্যাদির ওপর ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ থাকতে হবে।

মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিগ্রী ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নীশীপের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বাণিজ্য শিক্ষা পদ্ধতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

আইন শিক্ষা

আইন কলেজসমূহে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ বছরের স্থলে ৩ বছরমেয়াদী ডিগ্রী কোর্স প্রচলন করতে হবে।

প্রথম ২ বছর আইনের ইতিহাস ও মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা দান করতে হবে।

৩য় বছরে দলিল প্রণয়ন, সওয়াল-জওয়াব, মামলা পরিচালনাবিধি ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে।

অনার্স কোর্স হতে হবে ৪ বছরমেয়াদী।

ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকালের সমতা বিধান করতে হবে।

সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে।

মাস্টার্স কোর্স হবে ২ বছরমেয়াদী।

এমফিল ডিগ্রীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ললিতকলা শিক্ষা

পাঠ্যসূচীতে নিম্ন লিখিত বিভাগ থাকবে ঃ ১। সঙ্গীত, ২। নৃত্যকলা, ৩। অভিনয়, ৪। চিত্রাঙ্কন, ৫। কারুশিল্প ও ভাস্কর্য।

পাঠ্যসূচী হতে হবে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ললিতকলা অনুষদ থাকতে হবে।

পরত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে ললিতকলা মহাবিদ্যালয় খুলতে হবে।

জাতীয় ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিদেশে সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করতে হবে।

ললিতকলার বিভিন্ন শাখায় জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

পরীক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য থাকতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতির ওপর গবেষণা চালাতে হবে।

পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করতে হবে।

আন্তঃপরীক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ঘন ঘন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মৌখিক, ব্যবহারিক ও অবজেক্টিভ পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করতে হবে।

এসএসসি ও এইচএসএসসিতে ১০% নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা থাকতে হবে।

ডিগ্রী পর্যায়েও আন্তঃপরীক্ষা, টিউটরিয়াল, বাড়ীর কাজ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রেও ১০% নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা থাকতে হবে।

এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রী পর্যায়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণের সর্বনিম্ন নম্বর হতে হবে ৪০%।

মানবিক, বাণিজ্য ও সমাজবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ২৫% নম্বর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। বিজ্ঞানে ওই পর্যায়ে ১৫% নম্বর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য এবং ২৫% নম্বর প্রাকটিকেলের জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে। সকল পর্যায়ে ১০% নম্বর মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে। বহিঃপরীক্ষা হবে বাকী নম্বরের জন্য।

পাসের নম্বর হতে হবে নিম্নরূপ ঃ প্রথম শ্রেণী- ৬০%, দ্বিতীয় শ্রেণী- ৫০%, তৃতীয় শ্রেণী- ৪০%।

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা

শিক্ষকদের পদমর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে।

শিক্ষকদের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখার উপযোগী বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনের বৈষম্য দূর করতে হবে।

অবসর গ্রহণ, দুর্ঘটনা ও ব্যাধি ক্ষেত্রে এককালীন আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অবসর গ্রহণের বয়স হতে হবে ৬০ বছর (ক্ষেত্র বিশেষে ৬৫ বছর)। প্রশাসনিক স্তরের পদসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

উপযুক্ত বাসস্থান অথবা মূল বেতনের ন্যায্য শতাংশ বাড়ী ভাড়া দিতে হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

-সাক্ষর শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী গড়ে তোলাই হতে হবে এর লক্ষ্য। *(চলবে)*